দৈনিক জনকণ্ঠ

25 JAN 20

নামীদামী কলেজে শিক্ষকস্বল্পতা ও আবাসন সঙ্কট

মোশতাক আহমেদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত দেশের ঐতিহ্যবাহী ও নামীদামী কলেজগুলো এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষকস্বল্পতা, আবাসিক সঙ্কট, ক্লাসরুমের অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এসব কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম। বছরের অর্ধেক সময়ও এসব কলেজে নিয়মিত ক্লাস হয় না। তা ছাড়া এমনও কলেজ আছে যেখানে একটি বিভাগে রয়েছেন মাত্র সাতজন শিক্ষক। অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের (১৯৯২) সময় বলা হয়েছিল যেসব বিভাগে অনার্স রয়েছে সেসব বিভাগে কমপক্ষে সাতজন এবং যেখানে একই সঙ্গে অনার্স ও মাস্টার্স রয়েছে সেখানে কমপক্ষে ১২ শিক্ষক থাকতে হবে। প্রাপ্ত তথ্য সূত্র ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের এক জরিপ থেকে জানা গেছে, ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলোর বেহাল অবস্থার কথা।

দেশের প্রথম সারির কলেজের মধ্যে ঢাকা কলেজ অন্যতম। ১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজের ছাত্রসংখ্যা এখন ১২ হাজারের মতো। উচ্চ মাধ্যমিকের পাশাপাশি অনার্স ও ডিগ্রী পর্যায়ে কলেজটিতে ১৯টি বিভাগ রয়েছে কিন্তু ১২ হাজার ছাত্রের জন্য শিক্ষকদের মাত্র ১৬৬টি সৃষ্টপদ থাকলেও ২৮টির মতো পদ শূন্য রয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ভর্তি হওয়া ছাত্রদের জন্য কলেজটিতে আবাসিক হোস্টেল রয়েছে মাত্র ৬টি। সিট সংখ্যাও সীমিত। এসব সিটে উঠতে হলে আবার ধর্ণা দিতে হয় সরকারী ছাত্র সংগঠনের নেতাদের কাছে। অথচ মেধাক্রম অনুযায়ী ছাত্রদের সিটে ওঠার কথা। কলেজটিতে ঠিকমতো ক্লাসও হয় না। পড়াশোনার চেয়ে কলেজে এখন রাজনৈতিক চর্চাই বেশি চলে। এসব সমস্যার কারণে একদিকে যেমন শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে মেধাবী ছাত্ররাও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কলেজটি থেকে।

এমনই আরেকটি কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ। মাত্র কয়েকজন ছাত্র নিয়ে ১৮৬৯ সালে পথ চলা শুরু করলেও বর্তমানে এর ছাত্র সংখ্যা ১২ হাজারের মতো। কলেজটিতে শিক্ষকের জন্য সৃষ্টপদ রয়েছে ১২০টি। কিন্তু নিয়মিত শিক্ষক আছেন ৭০ থেকে ৭৫-এর মতো। এর মধ্যে প্রাণবিদ্যা বিভাগে ১৬শ' ছাত্রের বিপরীতে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৫। শুধু প্রাণিবিদ্যা নয়, ১৬টি (অনার্স-মাস্টার্স-ডিগ্রী) বিভাগের প্রত্যেকটিতেই একই অবস্থা। ক্লাসরুম রয়েছে মাত্র ৫২টি। কলেজটির হোস্টেল রয়েছে তিনটি, সিট সংখ্যাও সীমিত।

১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ১৮টি বিভাগে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৪ হাজারের মতো। কলেজটিতে ১৪৯টি শিক্ষকদের সৃষ্টপদের মধ্যে আছে ১২৫-এর মতো। আবাসিক সুবিধার মধ্যে ছাত্রদের ৪শ' সিটের একটি হোস্টেল এবং ছাত্রীদের ২শ' সিটের একটি হোস্টেল রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে তীব্র পরিবহন সমস্যা।

লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে ॥ সমস্যা নিরসনের দাবিতে পল্টন ময়দানে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের কনভেনশন ২ এপ্রিল

সিলেট মুরারি চাঁদ (এমসি) কলেজের শিক্ষার্থী ৬ হাজারের ওপরে হলেও শিক্ষক রয়েছেন ১শ'র কিছু বেশি। কলেজটিতে ছাত্রদের জন্য রয়েছে ২শ' ৫০ সিটের হোস্টেল এবং ছাত্রীদের জন্য রয়েছে ৫০ সিটের একটি হোস্টেল। পরিবহনের জন্য দু'টি বাস থাকলেও একটি মোটামুটি সারা বছরই নষ্ট থাকে। ১৮৮৪ সালে মাত্র ৮৪ ছাত্র নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের আরেকটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ। ৮৪ ছাত্র নিয়ে শুরু করলেও বর্তমানে এর ছাত্রসংখ্যা ১৮ হাজারের মতো। ২০টি বিভাগ রয়েছে কলেজটিতে। এসব বিভাগে শিক্ষক রয়েছেন ৬ থেকে ৮ জন করে। এঁদের একটি বড় অংশই আবার ক্লাসে পাঠদানের চাইতে প্রাইভেট নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। এ অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের অনেকের মন্তব্য হলো, অশ্বিনী কুমারের 'বাংলার অক্সফোর্ড' এর শিক্ষাকার্যক্রম এখন বেহাল অবস্থায় চলছে।

১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ কলেজের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা দিবা ও নৈশ মিলিয়ে ৩৬ হাজারের মতো। ২০টিরও ওপরে বিভাগ রয়েছে কলেজটিতে। এর মধ্যে বেশির ভাগ বিভাগেই শিক্ষক সংখ্যা নগণ্য। কলেজটিতে নেই পর্যাপ্ত ক্লাসরুম। শিক্ষার্থীদের জন্য ১১টি হোস্টেল এখন বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দখলে। কলেজটির রাজনৈতিক পরিস্থিতি সব সময় উত্তপ্ত থাকে। বৃহত্তর ময়মনসিংহের সবচেয়ে বড় কলেজ হলো আনন্দমোহন কলেজ। কলকাতা সিটি কলেজের শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজের বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২৭ হাজারের মতো। ১৭টি বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা অনার্স, মাস্টার্স ও ডিগ্রীতে পড়াশোনা করে। অথচ এই এদের জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১শ' ৫০-এর মতো। ১৩শ' সিট নিয়ে ছাত্রদের ৫টি হোস্টেল রয়েছে। ছাত্রীদের জন্য রয়েছে মাত্র একটি হোস্টেল। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই শহরে মেস করে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাস রয়েছে মাত্র একটি, সেটিও আবার নষ্ট। টাঙ্গাইলের সা'দত করটিয়া কলেজে ৯ হাজারের মতো শিক্ষার্থী থাকলেও শিক্ষক রয়েছেন ৯৪ জনের মতো। অথচ সৃষ্টপদ হলো ১২২টি। হোস্টেল রয়েছে ছাত্রদের জন্য ২টি এবং ছাত্রীদের জন্য ১টি।

যশোর মাইকেল মধুসূদন কলেজে ১৬টি বিভাগে ১০ হাজারের মতো ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এর মধ্যে ১৪৮টি শিক্ষকদের সৃষ্টপদ থাকলেও ৪৩টি পদ শূন্য। এখানে ২৩৫ সিটের ছাত্রদের দু'টি এবং ২৪ সিটের ছাত্রীদের একটি হোস্টেল রয়েছে। পরিবহন সমস্যা তীব্র। নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত শত বছরের ঐতিহ্যবাহী খুলনা ব্রজলাল (বিএল) কলেজ। মাত্র ৪৯ জন ছাত্র এবং চারজন শিক্ষক নিয়ে কলেজটির যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে এর শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০ হাজারের মতো। এই বিশাল অঙ্কের ছাত্রদের যেমন রয়েছে শিক্ষক স্বল্পতা, তেমনি আবাসিক সমস্যা। ছাত্রদের ৫টি হোস্টেল থাকলেও সিটসংখ্যা মাত্র সাড়ে ৪শ'র মতো। এ ছাড়া ছাত্রীদের জন্য ৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হোস্টেল রয়েছে। রাজশাহী কলেজের ২১টি বিভাগে ১৬ হাজারের মতো শিক্ষার্থী থাকলেও শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১শ' ৬০ জনের মতো। পাশাপাশি আবাসিক সমস্যা তো রয়েছেই। সারা বছর ঠিকমতো ক্লাস হয় না কলেজটিতে। একই অবস্থা বগুরা আযিজুল হক, রাঙ্গামাটি কলেজ, পাবনা এডওয়ার্ড, রংপুর কারমাইকেল কলেজের। রাঙ্গামাটি কলেজে বাংলা বিভাগে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র একজন। ছাত্রীদের জন্য দেশের সবচেয়ে বড় ও ঐতিহ্যবাহী ইডেন কলেজও নানা সমস্যার বেড়াজালে আটকা পড়ে গেছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মানুযায়ী একই সঙ্গে অনার্স ও মাস্টার্সের যে কোন বিভাগে ১২ জন করে শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও ইডেন কলেজের অধিকাংশ বিভাগে ১২টি সৃষ্টপদই নেই। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধার মধ্যে ১৩শ' সিটবিশিষ্ট চারটি ছাত্রী হোস্টেল থাকলেও এখানে সরকারী ছাত্র সংগঠনের নেত্রীদের ইচ্ছা অনুযায়ী সিট বণ্টন করা হয়। প্রশাসনের ভূমিকা থাকে অনেকটা দর্শকের মতো। এসব নেত্রী মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ছাত্রীদের হলে সিট দিয়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত কলেজের নানামুখী সমস্যা নিরসনের দাবি নিয়ে আগামী ২এপ্রিল ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে জাতীয় কনভেনশন আহ্বান করেছে। তারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের নানা সমস্যার জরিপ নিয়ে 'জাতীয় কনভেনশন' নামে একটি পুস্তিকাও বের করেছে।